প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ দূতাবাস, বাগদাদ-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মদিনে শেখ রাসেল দিবস পালন

১৮ ই অক্টোবর, ২০২১

বাংলাদেশ দূতাবাস, বাগদাদ, ইরাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব এর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের জন্মদিন শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

চ্যান্সারী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইরাকে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ ফজলুল বারী। করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় যথাসাধ্যভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপন করা হয়। ইরাকের বাগদাদে অবস্থিত দূতাবাস চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার ১ম পর্বে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে সপরিবারে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইরাক প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন। শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গন রঙবেরং ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত দিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনাপর্বে বক্তারা শিশু রাসেলকে হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান দিয়ে দেশ গড়ার জন্য সকলকে নিয়োজিত করার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানান। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় বলেন, প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস পালনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্ণধার তথা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে / শিশু কিশোরদেরকে উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে শিশু কিশোরদের মাঝে শেখ রসেলের স্মৃতি অম্লান থাকবে।

একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের উপোযুক্ত ভবিষৎ গড়ে তোলার আহবান জানান। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, শহীদ শেখ রাসেল একাধারে মানবপ্রেমী, দেশপ্রেমিক ও মহানুভব ছিলেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে ইরাকে বসবাসরত বাংলাদেশী শিশু কিশোরদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়।

১৫ আগস্ট কাল রাত্রে নৃশংস হত্যাযজ্ঞে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এতে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সৃষ্টিকর্তার নিকট বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় ইরাকে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

(আবু সালেহ্ মোহাম্মাদ ইমরান)
প্রথম সচিব (শ্রম) ও দূতালয় প্রধান